R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।।মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০২ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ই ভাদ্র, ১৪২২
২রা সেপ্টেম্বর ২০১৫
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

চোরাচালান ও জঙ্গি কার্যকলাপের মূল করিডোর এখন রঘুনাথগঞ্জ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানার পূর্বতন আই.সি রেজাউল করীমকে গরু পাচার বন্ধের জন্য জেলা তৃণমূলের নির্দেশে এখান থেকে বদলি করা হয়। এই ধরনের রটনা এখানে প্রচারও হয়। অন্য সূত্রের খবর--রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকার বিভিন্ন ঘাট দিয়ে গরু পাচারে বিশেষ সহায়তার জন্যই নাকি এক রাজ্য নেতার নির্দেশে প্রাইজ পোষ্টিং স্বরূপ রেজাউল করীমকে কোলকাতার রবীন্দ্রনগর থানার আই.সির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তার পরিবর্তে এখানে এসেছেন অতনু ঘোষাল। জুনের মাঝামাঝি অতনুবাবু থানার দায়িত্বে এলেও এখন পর্যন্ত কোন দিক দিয়েই মানুষের মধ্যে আস্থা আনতে পারেননি। বর্তমানে এলাকার বিভিন্ন ঘাট দিয়ে লাগামহীন গরু পাচার চলছে প্রকাশ্যে। উমরপুরের গরু সিন্ডিকেটের দালালদের নিয়ে আই.সি প্রায় চেম্বারে গোপন আলোচনায় ব্যস্ত থাকছেন। এর জন্য প্রয়োজনে এসে অনেককেই অপেক্ষা করতে হচ্ছে থানায় দীর্ঘ সময় বলে অভিযোগ। উল্লেখ্য, নানাভাবে প্রশাসনিক

(শেষ পাতায়)

বিডিওর দুর্নীতির তদন্ত হোক

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বিডিও বিরাজকৃষ্ণ পাল এখানে প্রায় দু বছর বিরাজ করছেন। মাস কয়েক আগে গাইঘাটাই বদলির অর্ডার এলেও নানা বাহানায় বা তদ্বির করে এখনও জঙ্গিপুরেই রয়ে গেছেন। তাঁর নীতি বহির্ভূত বিভিন্ন কাজের খবর আমাদের দপ্তরে আসছে। নির্মাণ কাজে বেশীরভা ক্ষেত্রে নাকি টেণ্ডার করেন না। বেনিয়ম ঢাকাতে অনেক সময় টেণ্ডারের দিন সকলের অজান্তে নোটিশ বোর্ডে কাজের বিবরণ তুলে ধরেন। কিছু এনলিসটেড কনট্রাক্টরের বক্তব্য--রাস্তা বা বিল্ডিং নির্মাণে ৩০ থেকে ৪০% ছাড়ে আমরা কাজ করলেও বিডিও তাঁর দপ্তরে একটা দুষ্টু চক্র তৈরী করে অনভিজ্ঞ কন্ট্রাকটারদের দিয়ে বিনা টেণ্ডারে কাজ করাচ্ছেন। এদের নাকি অনেকের বৈধ কাগজপত্র নেই। আর এ. ডি. পি, এম.এস.ডি.পি ফাণ্ডের কোটি কোটি টাকার কাজ বিডিও ঐ সব কনট্রাক্টরদের চুক্তি করে করাচ্ছেন বলে অভিযোগ। বৈধভাবে টেণ্ডার হলে ৩০ থেকে ৪০% ছাড়ে কাজ হতো। এবং ঐ টাকায় আরো কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব হত। কিন্তু সেসবের কোন তোয়াক্কা করেন না বিডিও। তিনি সিপিএম পঞ্চায়েত সমিতিকে হাত করে পকেট ভর্তিতেই ব্যস্ত। বড়শিমূল পঞ্চায়েতের পিরোজপুর-বাজিতপুর চর এলাকার রাস্তা, মিঠিপুর পঞ্চায়েতের রাস্তা,

(শেষ পাতায়)

রাখি পূর্ণিমায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা : অন্যান্য বছরের মতো এবারও ২৯ আগষ্ট রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশান লাগোয়া হিন্দু মিলন মন্দির থেকে শোভাযাত্রা বার হয়। আশপাশ এলাকার তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ এই শোভাযাত্রায় যোগ দেন। শোভাযাত্রা ঘিরে পুলিশের তৎপরতা চোখে পরার মতো।

কর্মী কমিয়ে গ্রাহক পরিষেবায় বাধা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জঙ্গিপুর শাখায় অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের থেকে সুদের মাত্রা কিছু বেশী। বয়স্ক নাগরিকদের প্রচারে স্বাভাবিকভাবে সেখানে গ্রাহক বাড়ে। গ্রাহক বাড়ে ঐ ব্যাঙ্কের স্থানীয় এক কর্মীর আন্তরিক প্রচেষ্টায়। শুরুর মুখে কর্মী ছিল---ম্যানেজার, এ্যাসিঃ ম্যানেজার কাম এ্যাকাউন্টটেন্ট, লোন অফিসার, ৫ জন ক্লার্ক। এরপর গ্রাহক সংখ্যা দিনের দিন বাড়লেও কর্মী ঘাটতি শুরু হয়। বর্তমান পরিকাঠামোয় ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, একজন অফিসার ও তিনজন ক্লার্ক দিয়ে ব্যাঙ্ক চলছে। এ্যাসিঃ ম্যানেজার ও একজন অফিসার আগষ্টের মাঝামাঝি চলে গেছেন। তিনজন ক্লার্কের মধ্যে একজন কাউন্টারে, একজন ক্যাশে এবং একজন ষ্টেট ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় ব্যস্ত। একজন ক্লার্ক দিয়ে স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত গ্রাহকদের সুষ্ঠুভাবে পরিষেবা দেখা দায়

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই ভাদ্র, বুধবার, ১৪২২

অভাব ঃ সচেতনতার না দায়বদ্ধতার ?

মর্ত্তের বুকে নন্দনের পারিজাত শিশুরাই। শৈশবের দিনগুলিতে শিশুদের পরম নিরাপদ আশ্রয় মাতৃঅঙ্ক। মায়ের কোলে শিশুর ছবি পরম রমণীয়। বঙ্কিম অগ্রজ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কলমে তাহার প্রতিচ্ছবি--বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

সে কথা থাকুক। সৌন্দর্য অপেক্ষা বড় কথা হইল শিশুর স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য সকল সৌন্দর্য এবং সুখের উৎস ভূমি। স্বাস্থ্যই সম্পদ। শিশুর স্বাস্থ্য গঠন এবং রক্ষার বিষয়ে মায়েদের সচেতনতা ও দায়িত্ব বিরাট। জন্মদান করিয়া জননীর দায়িত্ব শেষ হইয়া যায় না। জাতকের পরিচর্ষা, স্বাস্থ্যগঠনে তাহাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

এই কথা স্বীকৃত সত্য যে শিশুর জন্মের অব্যবহিত পর হইতে অন্ততঃ ছয় মাস পর্যন্ত মাতৃস্তন্য পান অতি প্রয়োজন। আবহমানকাল হইতে তাহা চলিয়া আসিয়াছে মাতৃজাতির মধ্যে পরম্পরাগতভাবে। শিশু স্বাস্থ্য গঠনে মাতৃস্তন্যের কোন বিকল্প নাই। ইহা শুধু বিজ্ঞাপনের কথা নহে--সর্বজনবিদিত। মাতৃস্তন্য পানে শিশুর দেহের পুষ্টি যেমন হয় তেমনি তাহার উত্তর জীবনে অ্যালার্জি, ক্যানসার, ডায়াবেটিসের মত রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়িয়া উঠে।

সম্প্রতি একটি সংবাদে অনেকেই বিচলিত এবং উৎকণ্ঠিত। আন্তর্জাতিক স্তন্যপান সচেতনতা সপ্তাহে এই বিষয়ে কিন্তু অভিযোগ উঠিয়া আসিয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। এই সংস্থা বলিয়াছে--প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে তাহার ছয় মাস বয়স পর্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করান অতি আবশ্যিক। ইহাদের মতামত হইল অন্য কোন দুধ বা তরল পদার্থ শিশুদের খাওয়ান উচিৎ নয়। ইহাতে শিশুদের তেমন পুষ্টি হয় না বা রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা গড়িয়া উঠে না। দুঃখের বিষয়--আধুনিক যুগের অনেক জননী আপন দেহের সৌন্দর্য রক্ষার জন্য আপন জাতককে স্তন্য পান হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকেন। দশ মাস ধরিয়া যাহাকে আপন গর্ভে ধারণ করিলেন তাহার জন্মের পর চিরাচরিত প্রথায় (বিজ্ঞান সম্মতও বটে) আপন স্তন্য পান করিয়া তাহার সুস্থ দেহ গঠনে অনেকটা উদাসীনতা দেখাইয়া থাকেন। তাহাদের ধারণা কৌটার দুধ শিশু স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিন্তু এ ধারণাকে সমর্থন করে না। তাহারা মনে করে--বোতল ব্যবহার এবং কৌটার দুধ শিশুকে পান করানোর ফলে শিশুদের শরীরে রোগ সংক্রমণ এবং অপুষ্টি বৃদ্ধি পায়। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার একটি প্রতিবেদন হইতে জানা যায়--আমাদের রাজ্যে মাতৃস্তন্য পানের নিয়ম ৪২ শতাংশ শিশুর ক্ষেত্রে অনুসৃত হইতেছে না। জনৈক স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও বেস্ট ফিডিং প্রোমোশন নেট ওয়ার্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মনে করেন--এ রাজ্যে নবজাতককে মায়ের বুকের দুধ পান করানোর ব্যাপারে শুধু মায়েদের অনীহা বা উদাসীনতাই দায়ী নহে, ইহার জন্য দায়ী কিছু সংখ্যক চিকিৎসকও। একটি খবরে প্রকাশ, শিশুদের ৪০ শতাংশের জননীরা চিকিৎসকের পরামর্শে শিশুর খাবার হিসাবে কৌটার দুধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অথচ ১৯৯৯ সালে ভারত সরকারের একটি আইনে বলা হইয়াছে--চিকিৎসকেরা মাতৃস্তন্য পানের পরিবর্তে কৌটার দুধ পানের কথা নির্দেশ-পত্রে লিখিতে পারিবেন না। অথচ তাহা লেখা হইতেছে।

শিশুকে মাতৃস্তন্য পান দানে অনীহা বিষয়ে কে বা কাহারা দায়ী--শিশুর জননী, না চিকিৎসকের নির্দেশ, না বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থার বেবী ফুডের চটকদারী ও বিভ্রান্তকারী বিজ্ঞাপন ?

আমাদের মত অমত

হরিলাল দাস

"বন্যায় দেশ গিয়াছে ভাসিয়া,
দাও গো মোদের ভিক্ষা দাঁউ--"

উচ্চারণের কারসাজি আরও বলতেন--'চ্যারিটি করে, চ্যারিটি করা'--লোকের হাত থেকে দানসামগ্রী সংগ্রহ করে নিয়ে ত্রাণে সেগুলো দান করা। সংগ্রহ করা দান সবটা দান না করে কিছু মেরে দেবার সুযোগ হচ্ছে দাঁউ। এই ব্যঙ্গ বাক্যবাণে দাদাঠাকুর সুযোগ সন্ধানীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, যারা দান চেয়ে বেড়াচ্ছেন তাদেরই তো অনেক আছে--নিজেদের পকেটের টাকা দিয়েই তো চ্যারিটি করা যায়--ভিক্ষা করে বেড়ানো কেন ? দাঁউ মারার ধান্দা ?

এ দেশে অগণিত শিশু দুবেলা পেটভরে খেতে পায় না--অপুষ্টিতে ভুগে রোগা। কিছু সংখ্যক শিশু পুষ্টিকর নানা ফুড এতো পরিমাণে খাচ্ছে যে মোটা হয়ে যাচ্ছে। এই মোটা শিশুরা নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এটা কোনও কল্প কথা বা গল্প কথা নয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষক সংস্থা ও চিকিৎসকদের এই মত। কতো মায়ের ছেলেমেয়েকে খেতে না দিতে পারার দুঃখ, অন্যদিকে কিছু মায়ের দুঃখ ছেলেমেয়ে আরও বেশি খেতে চায় না বলে। এই অসম বণ্টনটা ঘোচানো যায় না ? এখানে মিড-ডে মিলের ভূমিকা। অতিপুষ্টিকর খাবার যে বাড়িতে ফেলা যায় সে বাড়ির ছেলে মেয়েরা মিড-ডে-মিলের খাবার খায় না--ঘেন্না করে। এতেই মিলের খাবার তছরূপের দুর্নীতি জন্মাচ্ছে। অথচ সবাই এই খাবার খেতে আগ্রহী হয়ে উন্নত মিড-ডে-মিলের ব্যবস্থা করাটা সামাজিক দায়িত্ব হলে সবদিক রক্ষা পায়।

বর্তমানে ভোট সর্বস্ব রাজনীতির একটি ফুটন্ত উদাহরণ--জনৈক ব্যক্তি কোন্ দলে যোগ দিলেন তাই নিয়ে সব দলের সমান মাথাব্যথা। অবশ্যই সে ব্যক্তি একজন ধনকুবের। তাহলে দেখা যাচ্ছে--গণতন্ত্রের পবিত্র অধিকার ভোটদান মানে টাকার খেলা ? টাকাওয়ালারা এই খেলায় জিতে জনগণের কী কল্যাণ করবেন একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে ? প্রশ্নটা সবার মনেই সমান জেগে আছে এবং তার উত্তরটাও ষোল আনা জানা।

ছাত্র-আন্দোলনের বঙ্গ-'সংস্কৃতি'

শীলভদ্র সান্যাল

ফ্যান্টাস্টিক ! এই মুহূর্তে গর্বে বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে ! কী বলব, দু'বাহু আকাশে তুলে নাচতে ইচ্ছে করছে ! প্রেসিডেন্সি কলেজ--থুরি-বিশ্ববিদ্যালয়ের হিরের টুকরো ছাত্র-ছাত্রীরা হৈ-চৈ বাধিয়ে সে এক কাণ্ড করে দেখালে বটে ! আশ্রমের গুরুকুল শিক্ষার সেই শাশ্বত বাণী--ছাত্রানাং অধ্যায়নং তপঃ, অথবা বিদ্যা দদাতি বিনয়ং--এ-সব আপ্তবাক্যকে এক কথায় তুড়ি মেরে হাওয়ায় উড়িয়ে, বর্তমান ইন্টারনেট জমানার ছাত্রসমাজ যে কী ভয়ংকর রকম সাবালক হ'য়ে উঠেছে, তারই হাতে গরম প্রমাণ পেয়ে আমার এখন তাল ঠুকে গাইতে ইচ্ছে করছে দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম দেড়ে দেড়ে দেড়ে ! খুশির তোড়ে, ইচ্ছে করল, রামশরণকেই একটা ঘুষি মেরে বসি। কিন্তু সেটা মোটেই উচিত কাজ হবে না ! পরেরদিনই সে, কাজে ইস্তফা দিয়ে মজফ্ফরপুর চলে যাবে আর আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে যেতে দেরি হবে না। অতএব, আত্মসংবরণ করতে হল। কিন্তু ভেতরটা সেই ভুরভুরিয়ে উঠতে লাগলই। ইন্‌ফ্যাক্ট ইট্‌স্ রিয়েলি গ্রেট ! বিশাল এক ছক্কা হাকড়ে সমূহ নর্মস্ আর এটিকেটকে 'বাপি বাড়ি যা' বলার মত হিম্মৎ দেখাতে পারে--এমন রেকর্ড তামাম দুনিয়ায় ক'টা বিশ্ববিদ্যালয় ক'রে দেখাতে পেরেছে ? প্রেসিডেন্সিতে ছাত্ররা সারা বিশ্বের চোখের সামনে তা দেখিয়ে দিয়ে যে-মহান কীর্তি স্থাপন করল, সবার ওপরে যে-ভাবে তুলে ধরল তাদের জয়ধ্বজা-তার কোনও তুলনা হয়না ! এক কথায়, টেরিফিক পারফরম্যান্স্। তাদের উদ্দেশে হাজার একটা কুর্নিস ! সত্যেন দত্ত বেঁচে থাকলে নির্ঘাত তাদের নিয়ে পদ্য বাঁধতেন : পড়ুয়ারা যেথা খর-বুলি সহ-করতালি দেয় রঙ্গে/আমরা বাঙালি বাস করি সেই গোল্ডেন ল্যাণ্ড বঙ্গে।

কী না করলে তারা ! বেচারি উপাচার্যকে কয়েদির মত মধ্যরাত পর্যন্ত অফিস ঘরে আটকে রাখল। ফ্লোরে বসে তাঁর সামনে দেদার বিড়ি সিগারেট ফুঁকলো। শ্লোগান লিখে দেওয়াল দাগাল। ছিনে জোঁকের মত ছেঁকে ধরল গভর্নরে গাড়ি। শুধু তা-ই নয়, খালি গায়ে মহিলাদের অন্তর্বাস পরে (ভাগ্যিস ! একেবারে উদোম হয়নি!) সারা চত্বর ধেই ধেই ক'রে হিরোর মত নৃত্য ক'রে বেড়ালো। এ-সব কি কম কথা। শিক্ষাক্ষেত্রে, আন্দোলনের নামে নয়া সংস্কৃতির (?) এহেন আজব স্যাম্পল দেখে সারা বিশ্ব হতবাক ! সত্যিই ! লা-জবাব ! এই না হ'লে প্রেসিডেন্সি ! বাংলার সব কলেজের সেরা। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের লেবেল পাওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ছাত্র আন্দোলনও তো সেই লেবেল-এ হবে, না কী ! কিছুদিন আগে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি এখনও অনেকের মনে টাটকা। অবরোধ মিছিল ঘেরাও পুলিশ মন্ত্রী-সব

(৩ পাতায়)

রাঢ় বঙ্গের বারোমাস্যা

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিত পর). মণ্টু সাগরদীঘি হাইস্কুলে ষাটের দশকে ভর্তি হয় ষষ্ঠ শ্রেণীতে। মাসে আধ মণ চাল আর কুড়ি টাকায় হোস্টেলে থাকা। শনিবার বিকেলে বাড়ি, আবার সোমবার ভোরে চলে আসা। খুব মন খারাপ করতো মণ্টুর। বাড়ির মাছের ঝোলভাত, আলু,ডিম সেদ্ধ, খাসির মাংস। আর বোর্ডিং-এ মোটা কাঁকর মেশানে পাঁচমেশালী শক্ত ভাত, ডাল কেবল হলুদ-লবণের একটা মিশ্রণ। কুমড়ো, কচু,না হয় পেঁপের ঘ্যাঁট। আমড়ার টক। ঠাকুরকে বলে কয়ে পেঁয়াজ বা পোড়া লঙ্কা চেয়ে নিত মণ্টু। ঘণ্টা পড়লেই কলাইকরা থালা নিয়ে দৌড়। ঐ স্কুলের হেডস্যার অজিত মুখার্জী ইংরেজীর জাহাজ ! মোটা লম্বা, ফিনফিনে সাদা পাঞ্জাবী আর ধুতি। নাকের উপর একটা আঁচিল। ভয়ে কাঁপতো গোটা স্কুল। দিলদার মানুষ ছিলেন বাংলার স্যার শঙ্করবাবু। তিনি মণ্টুকে মাঝে মধ্যে অপু বলে ডাকতেন। বলতেন, তোর মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল আর নিষ্পাপ ডাগর চোখ দুটো আমাকে বিভূতিবাবুর অপুর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। উনি ২৫শে বৈশাখ খুব ধুমধাম করে স্কুলে রবীন্দ্রজয়ন্তী করতেন। মণ্টুকে একটা লিখেও দিয়েছিলেন। তাতে রবিঠাকুরের নাইট উপাধি ত্যাগের ইংরেজী চিঠির কয়েকটা লাইন ছিল। বার বার বলে ক'য়ে তৈরী করে দিয়েছিলেন মণ্টুকে। এই থেকে প্রেরণা পেয়ে একবার ২৫শে বৈশাখের আয়োজন করেছিল মণ্টুরা গ্রামে। চাঁদা তুলতে গিয়ে মেনু মোড়লের বাড়িতে গেলে উনি বললেন-"কে হে রবি ঠাকুর ? কোলকাতার লোকদের জন্যে তোমাদের মাথা ব্যথা কেন বাপু ! আলকাপ হলে দশ টাকা দেব।" চরম হতাশা নিয়ে ফিরে আসে মণ্টুরা। তবে হয়েছিল শেষ অবধি বাবা কাকারা সাহায্য করায়। সেই শঙ্করবাবু কি উদাত্ত স্বরে রবীন্দ্র, নজরুল আবৃত্তি করতেন। তিনি গয়া ট্রেনে নেমে লাইন দিয়ে হেঁটে নিমতিতার গ্রামে যাচ্ছিলেন। সদ্য কাটা যাওয়া এক কাল্ সাপ তাঁকেই পায়ে দংশন করেছিল। মারা গেছিলেন তিনি। মণ্টুর মনে পড়ে কুঁদোরের চিন্ময় মার্জিতকে। পাগলের মত সেতারে ঝঙ্কার দিয়ে সুরে মেতে যেতেন সন্ধ্যার পর। বড় বড় দাড়ি চুল,সন্ন্যাসী যেন। বিয়েও করেননি। তাঁর আর খবর পায়না মণ্টু। শুনেছিল ওঁরা কোলকাতায়। সকাল থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের তেতে থাকা বাতাসে দুটি ঘু ঘু সেই যে পাল্লা দিয়ে ডাকছে দুটি গাছের মাথা থেকে তাদের থামার নাম নেই। মুড়ি আর পাকা আম দিয়ে জলখাবার খেয়ে মণ্টু বের হয় মাছ ধরতে ছিপে। বাড়ির পুকুরে অনেকক্ষণ বসে বসে পালিয়ে আসে। গৃহদেবতার বারো মাসের পূজারী হাবল কাকা বিকেলে মণ্টুর মাকে বললেন,--বৌদি, মশলা বেঁটে রাখুন দেখি চেত্রায় কিছু পাই কিনা। চার করে বসার একটু পরেই জোরে এক খাঁচ্। চোঁ করে হুইলের সুতো নিয়ে পালাচ্ছে--কি উত্তেজনার দৃশ্য ! অনেক সাঁওতালের ছেলে বৌ সব জড়ো হয়েছে। হাবল কাকা দারুণ মাছ ধরায় পাকা। খেলিয়ে ডাঙ্গায় তোলার পর দেখা গেল সের ছয়েকের এক লালচে মিরকা মাছ। রাত্রে তাই দিয়ে ভোজ। প্রায়ই এরকম হতো। এ বাড়ি সে বাড়ি দিয়েও ফুরোতোনা। মণ্টুর এক মেশো জঙ্গিপুরে ওকালতি করতেন। একবার এসে ৪০টা ভাজা মাছ খেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আজ ৫০/৫৫ বছর আগের কত কথাই না মনে পড়ছে মণ্টুর। ঐ গোয়ালঘরটায় থাকতো গ্রামেরই একটি অদ্ভুত মানুষ ফণী মিস্ত্রি। ছিল ছুতোর, হয়ে গেল সাধু। কালো, লম্বা। বড় বড় দাঁত, উজ্বল চোখ। দাড়ি রেখেছিল, নিরামিষ স্বপাক একবার খেয়ে দিন রাত্রি কি সব জপ করতো। ৫/৭ বাড়ি ঘুরে যা পেত হাঁড়িতে দিয়ে ফুটিয়ে নিত। খুব ভালো ভালো কথা বলতো ফণী কাকা। একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তার মিস্ত্রির পুঁটলীটা বহুদিন পর কে যেন নিয়ে পালালো। গৃহত্যাগী মানুষটা নাকি বৃন্দাবন চলে গেছিল, আর ফেরেনি। গেরস্তরা এই সময় ধানের বীজ ফেলা নিয়ে ব্যস্ত। জল নাই। দুনে করে ছিঁচে একটা বীজতলা তৈরী করা হতো। দুন মানে নৌকোর মত ছুঁচালো একটা লোহার চাদরে তৈরী, পায়ে করে চাপ দিয়ে পুকুরে ডুবিয়ে ডাঙ্গায় গর্তে ঢালা হতো সেই জলটা, নালা বেয়ে পড়ত জমিতে। দুনটা কায়দা করে বাঁশে বেঁধে বসানো হতো পুকুরের ধারে। অর্ধেক জমিই পতিত থাকত। তাড়ির মোচ্ছোব, মারপিঠ লেগেই থাকতো। বাবার সঙ্গে কোনও কারণে পাড়ার কারো ঝগড়া দেখলে মণ্টুর খুব মন খারাপ হয়ে যেত। ছোট ছেলে। কি করবে কি করে থামাবে বুঝতে না পেরে কাঁদতে লাগতো ভ্যাঁ করে। ব্যস্ ঝগড়া সেযাত্রা বন্ধ। পরদিন যাদের সঙ্গে ঝগড়া তাদের বাড়ির কাছেই ঘুর ঘুর করতো মণ্টু। তারাও ডেকে আদর করে হাতে চাঁছির প্যাড়া দিত। বাবা শুনতে পেয়ে রাগ না করে হেসে ফেলতেন। সন্ধ্যার পর চাকরকে ডেকে বলতেন 'ফুরাকে বলগা তাস খেলতে ডাকছে।' আগের দিনের সকালের এক ফালি জায়গা নিয়ে ঝগড়ার পরদিনের ঐ পরিণতি ! এই গ্রামেই না একদিন সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেল। লালগোলার সদর বলে একটা চরিত্রহীন লোককে গ্রামের কিছু লোক খুন করে একটা পুকুরে পানার মধ্যে গুঁজে রেখেছিল। গরমের দিন, ভেপসে পচে কি গন্ধ ! ব্যস রুহিদাস চৌকিদার ধুতির উপরে সরকারী বেল্ট লাগিয়ে থানায়। থানা থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে বিকেলে হাজির প্রতুল দারোগা। এই লম্বা,.দারুণ স্বাস্থ্য,টক টকে রঙ দুধ আলতায় গোলা,মাথায় অল্প চুল। খুব নাকি মারধোর করতেন বলে বদনাম ছিল। মণ্টুর বাবা আগেই জানতেন বলে ঘোড়ার জন্য ২/৩ সের ছোলা ভেজানোই ছিল। চাকরে গিয়ে বালতি লাগিয়ে ছিল ঘোড়ার মুখে। আর এই খবর বিদ্যুতের মত রটে গেল। যারা খুন করেছিল তারা পগার পাড়। এদিকে ফড়িং ভুঁইমালী তাল গাছে তাড়ি নামাতে উঠেছে। রাস্তার পথ চলতি লোক যেই বলেছে--খুড়্যা পোতুল দারোগা এলো। সঙ্গে সঙ্গে 'বাবারে' বলে প্রপাত ধরণীতলে ! (চলবে)

ছাত্র আন্দোলন

.....(২ পাতার পর)

মিলে সে-এক জমজমাট চিত্রনাট্য। যেন মহাভারতের মুষলপর্বের গায়ের লোম-খাড়া-করা রি-মেক। যাদবপুরের যাদবকুলের মহাতাণ্ডব দেখে সবার চোখ কপালে। তোতা কাহিনী-র সেই রসিক ভাগিনা কাছাকাছি থাকলে, নির্ঘাত ব'লে উঠত 'মহারাজ ! পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।' রায়গঞ্জ কলেজের 'বেয়াড়া' প্রিন্সিপ্যালকে অফিস ঘর থেকে টেনে হিঁচড়ে বার ক'রে এনে ছাত্রনেতারা তাঁকে প্রহারেণ ধনঞ্জয় ক'রে কিঞ্চিৎ কড়কে দিল। এই রকম এখানে, ওখানে, সেখানে। গোটা রাজ্যে জুড়ে-আকছার। গোষ্ঠী সংঘর্ষের জেরে কোথাও বা ছাত্রের লাশ পড়ল। এরা বলল, ওরা করেছে। ওরা বলল, এরা। সব দলই ডেডবডির ওপর মালা দিতে ছুটল। বলল, আমার দলের ছেলে। চিরিক-চিরিক ক'রে ফটো তোলার হিড়িক। লেঠেল বাহিনীর হ'য়ে স্বয়ং পুলিশ সুপার সাফাই গাইলেন। ঘরের কোণে মা ফেললে চোখের জল। তাতে আঁচল ভিজল। কারও মন ভিজল না। এই রকম কত ঘটনার মিছিল। কোথাও অশ্রু। কোথাও রক্ত। কোথাও ল্যাঙ মারামারি। কোথাও কূটকচালি। সব হিসেব দিতে গেলে, সে এক অযোধ্যা কাণ্ড হ'য়ে যাবে। তবে কিনা, মহামান্য রাজ্যপাল কোনও নতুন কথা বলননি। উনি বলেছেন, ছাত্রদের উচিত, পড়াশোনাটা মন দিয়ে করা। রাজনীতি নয়। শিক্ষার জায়গায় শিক্ষা থাকুক। রাজনীতির জায়গায় রাজনীতি।

কিন্তু এ-সব কথা শোনে কে ! এখনকার ছাত্রদের দায়িত্ব কত বেড়ে গেছে না ! সুবোধ বালক-বালিকার মত তাদের শুধু পড়াশোনা নিয়ে থাকলে চলে ? বিশেষ, রাজনীতি ছাড়া। তারা যেমন কলম ধরে, প্রয়োজনে তেমনই ধরতে জানে শ্লোগান লেখার রঙ-তুলি। পুঁথি পড়ার সাথে-সাথে শিক্ষাঙ্গনকে রণাঙ্গনে বদলে দেওয়ার কৃৎ-কৌশলও তাদের দস্তুর মত জানা। কাজেই মাননীয় রাজ্যপালের ওই সব সেকেলে কথায় কান দেবার মত সময় ও আগ্রহ-কোনওটাই তাদের নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতিও তার পাততাড়ি রাতারাতি গুটিয়ে সুন্দরবনের দিকে চলে যাবে, এমন সম্ভাবনাও যখন চট্জলদি দেখা যাচ্ছে না তখন 'ছাত্র' আর 'রাজনীতি' শব্দদুটির সহাবস্থানও সর্বজন স্বীকৃত। বরং এটা খুবই সত্যি কথা যে, ছাত্র-আন্দোলনের জোয়ার থেকেই উঠে আসবে, আগামী দিনের দেশনেতা। দেশের কর্ণধার যুগাবতার। ইতিহাস সাক্ষী। কাজেই শিক্ষায়তনে ঘেরাও ধর্মঘট লেকচার শ্লোগান-এ-সব বহাল তবিয়তেই থাকবে। এতে অতিষ্ঠ হ'য়ে, বিদ্যার দেবী যদি কমলবন ছেড়ে চলেই যান, তাতেও কুছ্ পরোয়া নেই। তাঁর জায়গায় অ-বিদ্যা দেবীকে প্রতিষ্ঠা ক'রে সবাই শ্লোগান তুলবে : দূর হটো। দূর হটো। তাদের লাগাতার চিল-চিৎকারে সারা বঙ্গভূমি উচ্চকিত হ'য়ে উঠবে। চাপা পড়ে যাবে কোথাও কোনও দুর্গম কোণে সন্তানহারা কোনও শোকার্তা পল্লীমায়ের কান্নার আওয়াজ। তাতে কী ! তাই ব'লে কি ছাত্র আন্দোলন থেমে যাবে ? যেমন চলছিল--তেমনই চলতে থাকবে। চলতেই থাকবে। আর, এই সবের মাঝে, রাজনীতির সেই অনাগত যুগাবতারকে আগাম সেলাম ঠুকে, আমরা বাঙালিরা গরম কফির কাপে আয়েসে চুমুক দিয়ে ব'লে উঠব--ফ্যান্টাস্টিক।।

চোরাচালান .....(১ পাতার পর)

তৎপরতায় প্রায় তিন বছর জেলায় গরু পাচার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পাচারকারীরা বাধ্য হয়ে নদীয়া ও ২৪ পরগণার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে পাচার শুরু করে। গরুর পায়ের চাপে অনেক মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এলাকার চাষীরা সংঘবদ্ধভাবে এর প্রতিরোধ করে। চাষী ও চোরা পাচারকারীদের খণ্ডযুদ্ধে রাজ্য রাজনীতি তপ্ত হয়ে ওঠে। ঐ দুই জেলার সীমান্ত এলাকা দিয়ে গরু পাচার বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে শাসকদলের একশ্রেণীর নেতাদের পকেটে টান পড়ে। বিকল্প রাস্তা খোঁজা শুরু হয়। অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ও রাণীনগর সীমান্ত দিয়ে গরু পাচার শুরু হতেই সেখানকার বি.এস.এফ এবং পাচারকারীদের মধ্যে সমঝোতার অভাব দেখা দেয়। প্রচুর গরু আটক হয়। পাচার বন্ধ হয়ে যায়। শেষে হেরোইন কেসে মোষ্ট ওয়ানটেড উমরপুরের এক হোটেল ব্যবসায়ীর মধ্যস্থতায় সর্বোচ্চ প্রশাসনের সবুজ সংকেতে রঘুনাথগঞ্জ ও লালগোলা সীমান্তের কুতুবপুর, চাঁদপাড়া, বড়শিমূল, ডিহিপাড়া, তেঘরী মহালদারপাড়া, কুলগাছি, বাহুরা, মিঠিপুর বোলতলা, লালখানদিয়ার, আহিরণ ব্যারেজ এই সব ঘাট দিয়ে গরু পাচার চলছে। প্রত্যেক ঘাটে গরু বোঝাই লরির ভিড় লেগে থাকছে। প্রতি রাতে ২০০ থেকে ২৫০ লরি গরু বাংলাদেশে নিয়মিত পাচার হয়ে যাচ্ছে। আর বাংলাদেশী পাচারকারীরা উমরপুরের ঐ বিতর্কিত হোটেলের পিছনে আস্তানা গেড়েছে। বর্তমানে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরে অপরিচিত মুখের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। সব ধরনের চোরাচালান ও জঙ্গি কার্য্যকলাপের প্রধান করিডোর হয়ে উঠেছে রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকা। লালগোলা থানা ও সেখানকার বি.এস.এফ নিজেদের মধ্যে সমঝোতা রেখে কাজ করছে। কিভাবে চলছে এই গরুর পাচার ? বর্ধমান থেকে লরি ভর্তি গরু চলে আসছে কান্দীর কুলির মোড় হয়ে বাদশাহী রোড ধরে সোজা মোড়গ্রাম। ওখান থেকে উমরপুরে। সেখানে সিণ্ডিকেটের ছাড়পত্র নিয়ে ভাগীরথী ব্রীজ পার হয়ে জঙ্গিপুর ফাঁড়ির কোল ঘেঁষে সীমান্তের বিভিন্ন ঘাটে চলে যাচ্ছে। পুলিশ-প্রশাসন সবাই কেমন অদ্ভূতভাবে চুপ। পাচারকারীদের চাঁদির জুতোয় বিদ্যুৎ দপ্তর শহর ও আশপাশ এলাকা অন্ধকার করে রাখছে। লোডসেডিং এখন জঙ্গিপুর এলাকায় নিয়ম হয়ে পড়েছে। আরো জানা যায়, এখন লরির ওপর গরু দাঁড় করিয়ে না নিয়ে গিয়ে শুইয়ে সারা শরীর দড়ি দিয়ে বেঁধে তার ওপর খড় ছিটিয়ে দেয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষের চোখে যতটা ধূলো দেয়া যায়। ব্যাপক গরু পাচারে পুলিশ সুপারের দীর্ঘ নীরবতা কি ইঙ্গিত বহন করছে ?

বিডিওর দুর্নীতি.....(১ পাতার পর)

জোতকমল পঞ্চায়তের বা কাশিয়াডাঙ্গা ইত্যাদি অঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর কাজে কোন বৈধ টেণ্ডার হয়নি বলে বঞ্চিত কন্ট্রাকটরদের অভিযোগ। ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে কিছু কর্মী নিজেদের সুবিধা মতো অফিসে আসা-যাওয়া শুরু করেছেন। এর প্রতিবাদ করায় জনৈক কর্মীকে সামশেরগঞ্জ ব্লকে বদলি হতে হয়। সম্প্রতি কংগ্রেস থেকে বিডিওর দুর্নীতির বিরুদ্ধে ডেপুটেশনও দেয়া হয়। উচ্চ পর্যায়ে তদন্তের জন্য মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

শেষ খবর–অনেক নাটক করে গত শুক্রবার বিডিও এখান থেকে বদলি হয়েছেন।

কর্মী কমিয়ে.....(১ পাতার পর)

হয়ে পড়েছে। সেখানকার এটি এম পরিষেবা দেখাভালের অভাবে অনেক সময় অকেজো হয়ে পড়ছে। ২৪ আগষ্ট "ফ্যাষ্টমারস মিট"-এ এই পরিস্থিতির কথা ব্যক্ত করেন ব্রাঞ্চে ম্যানেজার। ওপর মহলে কর্মী স্বল্পতার কথা বার বার জানিয়েও তিনি ব্যর্থ হন বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

ষ্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের অসহযোগিতায় গ্রাহক পরিষেবা তলানিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের মুদ্রণ ব্যবসায়ী সুজাতা রায় চৌধুরী দুর্গাপুরে একটা ফ্ল্যাট কেনার জন্য এস.বি.আই জঙ্গিপুর শাখায় ১২,৫০,০০০ টাকা লোনের আবেদন জমা দেন ২০১৪-র অক্টোবরে। এর প্রেক্ষিতে জঙ্গিপুর ব্রাঞ্চ দুর্গাপুর বেনাচিতি বাজার শাখার এস.বি.আইকে ফ্ল্যাটের ভ্যালুয়েশন ও লিগাল রিপোর্ট পাঠানোর জন্য চিঠি করে। ভ্যালুয়েশন বাবদ ১৭০০ টাকা, লিগাল রিপোর্টের জন্য ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট এ্যাডভোকেটের ২৫০০ টাকা সুজাতা রায় চৌধুরীর এ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেয়া হয় । এর পর দীর্ঘ পাঁচ মাস চুপচাপ থেকে ঐ শাখার চীফ ম্যানেজার বিশ্বনাথ মণ্ডল সুজাতার সঙ্গে অসহযোগিতা করেন। নির্দিষ্ট টাকা লোন দেয়া যাবে না বলেও নাকি জানান। এর মধ্যে দুর্গাপুর থেকে যাবতীয় রিপোর্ট ব্যাঙ্কে চলে আসে। শেষে নিরুপায় হয়ে সুজাতা রায় চৌধুরী সমস্ত ঘটনা বহরমপুরে রিজিওনাল ম্যানেজারকে জানান। তার প্রেক্ষিতে জেলা থেকে একজন অফিসার জঙ্গিপুরে তদন্তে এসে একটা প্রহসন করে যান মাত্র। গ্রাহক পরিষেবা সেখানে তলানিতেই থেকে যায়।

সাড়ম্বরে রাখি উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের জোতকমল হাই স্কুলে ২৯ আগষ্ট সাড়ম্বরে রাখি উৎসব পালিত হয়। স্কুলের ৫০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা এবং প্রায় ৩৪০০ শো ছাত্রছাত্রী রাখি বন্ধনে সামিল হন। জঙ্গিপুরের এ.আই. অব স্কুলস পঙ্কজ পাল অনুষ্ঠান দেখে অভিভুত হয়ে মহকুমার সেরা স্কুলের আখ্যা দেন। স্পর্শকাতর এলাকায় এই ধরনের সম্প্রীতির অনুষ্ঠান এলাকার অনেককে খুশি করে।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটায় ভদ্র পরিবেশে রাস্তা লাগা আড়াই কাঠা, ৪ কাঠা ও ৬ কাঠা জায়গা বিক্রি আছে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
মো ঃ ৮৬৫৩৯৭৯৪৩৯

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে
হোটেল ইন্ডিগো
(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩
সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
আমরা ক্রয়ের উপর ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি
গহনা ক্রয়ের উপর ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।